হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

১ম ও ২য় খন্ড একত্রে

ডাঃ নীলমনি ঘটক

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

সূচিপত্র

১ম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
(১) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সূচনা.....	১
বর্তমান অবস্থা	১
(২) প্রতিকার : প্রথমত:- নিদান ত্যাগ	৫
দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত চিকিৎসা	৯
চিকিৎসা-প্রকৃত চিকিৎসা	১৩
চিকিৎসা কি? কাহাকে বলে	১৭
কোন পথটি সত্য	২৪
প্রয়োজনীয় কথা	৩৭
কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা	
(১) রোগের নাম	৩৮
(২) ঔষধের শক্তি নির্বাচন	৩৯
(৩) ঔষধের মাত্র	৩৯
(৪) ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়	৪০
(৫) ঔষধের মাত্রা সংখ্যা এবং শক্তি পরিবর্তন	৪১
(৬) ঔষধ কিরূপে বা কি আকারে ব্যবহার করিতে হয়	৪১
(৭) চিকিৎসা পুস্তক সকলের ব্যবহার	৪২
(৮) নির্বাচন প্রণালী	৪২
(৯) পীড়ার উৎপত্তির কারণ	৪৪
(১০) রোগের সময় আক্রান্ত স্থানের লক্ষণ এবং অন্য লক্ষণ	৪৫
জ্বর	৪৭
একটানা জ্বরের চিকিৎসা ও ঔষধ নির্ণয়	৪৮
সবিরাম জ্বরের চিকিৎসা ও ঔষধ নির্ণয়	৪৯
স্বল্প বিরাম জ্বর	৬০
মস্তিষ্কবিকার লক্ষণহীন স্বল্প বিরাম জ্বর	৬১
মস্তিষ্কবিকার লক্ষণযুক্ত জ্বর	৬৯
টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসা	৭৩
২য় ও ৩য় সপ্তাহের উপযোগী ঔষধ সকলের লক্ষণাবলী	৭৮
একটি মৃতকল্প বালক রোগী	৮৯
তুলনা ও মন্তব্য	৯১
লক্ষণ ও অবস্থার তুলনা	৯৩
মেনিঞ্জাইটিস.....	৯৮
মেনিঞ্জাটিসের চিকিৎসা	১০০
টিউবারকুলার মেনিঞ্জাইটিস এবং তরুণ হাইড্রোসিফেলাস	১০৪
পুরাতন হাইড্রোসিফেলাস	১০৫
বিশৃঙ্খলাযুক্ত জ্বর	১১০
বিশৃঙ্খলাযুক্ত জ্বর চিকিৎসা	১১১
লক্ষণ মাত্রা জ্বর	১১৬
বসন্ত রোগ	১১৬
প্রকৃত বসন্ত	১১৭
বসন্তের চিকিৎসা	১১৯
হাম জ্বর	১২৪
হাম ও জ্বরের চিকিৎসা	১২৬
লোহিত জ্বর	১২৮
স্কর্লেট জ্বরের চিকিৎসা	১৩০
ডেঙ্গু ও ইনফ্লুয়েঞ্জা	১৩৪
ইনফ্লুয়েঞ্জা	১৩৫
বিসর্গ	১৩৮
গল প্রদাহ	১৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
পীত জ্বর	১৪৫
প্লেগ	১৪৭
জ্বরের পর রোগ সমূহ, শোথ যন্ত্রবিরদ্ধি ইত্যাদি	১৫০
নানা জাতি জ্বর ও ঔষধ তালিকা	১৫১
শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের	১৬০
সর্দি রোগ	১৬০
তরুণ সর্দি	১৬০
পুরাতন সর্দি	১৬২
বায়ুনলী প্রদাহ	১৬৪
ফুসফুস প্রদাহ	১৬৭
দ্বিতীয় অবস্থা, প্রদাহযুক্ত ফুসফুস শক্ত হইবার অবস্থা	১৬৯
তৃতীয় অবস্থা, শ্লেষ্মা প্রধান অবস্থা	১৭২
স্বরযন্ত্র প্রদাহ	১৭৫
কাশি	১৭৭
ফুসফুস-বেষ্টনী-প্রদাহ	১৮২
হাঁপানী, শ্বাসপীড়া	১৮৪
ঘুংড়ি কাশি	১৮৭
লক্ষণ হিসাবে ডিপথেরিয়া	১৯০
আক্ষেপ কাশি	১৯২
রাজ যক্ষ্মা	১৯৫
গলনালী প্রদাহ	২১৭
প্রতিশ্যায়	২১৮
উদর ও পরিপাক যন্ত্রের রোগসমূহ	২২২
অজীর্ণ মলযুক্ত উদরাময়	২২৩
বমন ও বিবমিষা	২৩৫
কোষ্ঠবদ্ধ	২৩৯
পাকস্থলীর ক্ষত	২৪৫
শূল রোগ	২৫০
অন্ত্রাবরক ঝিল্লি প্রদাহ	২৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্ত্রাবরোধ	২৫৭
উদরী বা উদরে জল সঞ্চয়	২৫৯
যকৃতের রোগ	২৬৩
প্লীহা রোগসমূহ ও পাণ্ডু	২৬৮
অন্ত্র নির্গমন	২৭১
ওলাউঠা	২৭৩
আক্ষেপিক	২৭৮
অনাক্ষেপিক কলেরা	২৮১
ঔদরাময়িক কলেরা	২৮২
পক্ষাঘাতিক কলেরা	২৮৪
উপক্রমাবস্থা উদরাময়	২৮৮
হিমাঙ্গাবস্থা	২৯০
মূত্রাবিকার উপস্থিত হইলে	২৯৪
হিক্কা উপস্থিত হইলে	২৯৬
প্রতিক্রিয়া অবস্থা	২৯৭
জ্বর ও জ্বর বিকার	২৯৮
অন্ত্রের গ্রহনী ও পুরাতন অজীর্ণ	৩০০
রক্তপিত্ত	৩০৬
পিত্ত-পাথরী	৩০৮
ক্রিমি রোগ	৩১০
উদরাধ্মান বা উতরে বায়ু সঞ্চয়	৩১৩
হিক্কা	৩১৪
শিরঃশূল ও অর্ধশিরঃশূল	৩১৬
শিরোঘুর্ণন	৩২২
পক্ষাঘাত	৩২৫
মেরুমজ্জার উত্তেজনা	৩২৯
উন্মাদ রোগ	৩৩২
মৃগী বা মুর্চ্ছা	৩৪১
তান্তব রোগ	৩৪৫
বাত রোগ	৩৪৮
চক্ষু রোগ	৩৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্ণ রোগ	৩৬৩
হৃৎপিন্ডের পীড়া	৩৬৬
মূত্রযন্ত্রাদির পীড়া	৩৭২
মূত্রস্থালীর প্রদাহ	৩৭২
মূত্র শূল	৩৭৫
মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ	৩৭৫
মূত্রাবরোধ	৩৭৭
বহুমূত্র	৩৭৯
জলসার বহুমূত্র	৩৮১
শর্করাসার বহুমূত্র	৩৮৩
মূত্রে এলবুমেন	৩৮৪
জননেন্দ্রিয়ের পীড়া	৪৮৭
দূষিত মেহ	৩৮৯
উপদংশ	৩৯৭
তরুণাবস্থায়	৩৯৮
নিতম্ব বাত	৪০৪
কটি বাত	৪০৮
স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদ	৪১০
অনিদ্রা	৪১২
অর্শরোগ প্রভৃতি	৪১৬
চর্মপীড়া	৪২১
খোস-পাঁচড়া	৪২৫
দদ্রু বা দাদ ও কাউরের ক্ষত	৪২৯
উদ্ভেদ শূন্য চুলকানি	৪৩৪
ব্রণ ও ফোড়া, বিষফোড়া-দৃষ্ট ফোড়া	৪৩৬
সাধারণ ফোড়া	৪৩৮
বড় ফোড়া	৪৩৯
দৃষ্ট জাতির ব্রণ	৪৪০
মনোপীড়া	৪৪২
দন্তপাটির ব্যাধি শূল, পূষ ও ক্ষয়	৪৬৩
বেরি বেরি	৪৬৯

২য় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রীরোগ	৪৭৭
স্ত্রীলোকদের মাসিক ঋতু	৪৮১
ঋতুর অভাব	৪৮২
কষ্ট ও বেদনাযুক্ত ঋতুস্রাব	৪৮৮
অতিরিক্ত স্রাব	৪৯৪
রজো নিবৃত্তি	৫০০
কামোন্মত্ততা	৫০৩
মূর্চ্ছা রোগ	৫০৬
গর্ভিনীরোগ	৫১২
পরিপাক যন্ত্র পীড়াসমূহ	৫১৪
গর্ভিনীর কোষ্ঠবদ্ধতা	৫১৭
উদরাময় ও অজীর্ণ মল	৫২০
অনিয়মিত মুত্রবেগ	৫২৩
অকালে গর্ভস্রাব	৫২৬
গর্ভস্রাবের আশঙ্কায়	৫৩২
প্রসব বেদনা	৫৩৬
গর্ভিনীর রক্তস্রাব	৫৪০
প্রসবান্তে রক্তস্রাব	৫৪৩
গর্ভসংক্রান্ত মূর্চ্ছা	৫৪৭
প্রসূতির রোগ	৫৫৪
ফুল পড়িবার বিলম্ব	৫৫৫
ভ্যাঁদাল ব্যথা	৫৫৭
প্রসবান্তঃ রক্ত স্রাবের	৫৫৮
সূতিকা জ্বর	৫৬০
সূতিকা জ্বর ও জরায়ুর নতুন	৫৬৪
সূতিকোন্মাদ	৫৭০
প্রসবান্ত পাদজঙ্ঘা শোথ	৫৭৬
প্রসূতি স্তনদুগ্ধ স্রাবের বিশৃঙ্খলা	৫৭৭
স্তনদুগ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থা	৫৭৮
স্তন দুগ্ধের অল্পতা অথবা একেবারেই অভাব	৫৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঠুনকা স্তন প্রদাহ	৫৮১
বহু প্রসবজনিত পীড়ানিচয়	৫৮৫
জরায়ুর স্থানচ্যুতি	৫৮৫
প্রদর স্রাব–নুতন ও পুরাতন	৫৯৩
জরায়ুতে ক্ষত	৬০০
ডিম্বাধার, জরায়ু ও স্তনদ্বয়ের কর্কট পীড়া	৬০২
পূর্বাবস্থায় লক্ষণাবলী	৬০৫
কর্কট পীড়ার দ্বিতীয়াবস্থা	৬০৬
ডিম্বাধারের প্রদাহ	৬০৬
ডিম্বাধার প্রদাহ ঔষধ নিচয়	৬০৭
স্তনদেশ, ডিম্বাধার ও জরায়ু প্রভৃতি	৬০৯
বালরোগ	৬১৬
শুষ্কতার পীড়া	৬২১
দন্তোদগম	৬২৭
জিহ্বাতে মুখে ঘা	৬৩৭
কোষ্ঠবদ্ধতা	৬৩৮
উদরাময়	৬৪২
আমযুক্ত উদরাময়	৬৪৭
শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া নিচয়	৬৫৫
শিশুর সাধারণ সর্দ্দি	৬৫৬
বায়ুনলী প্রদাহ	৬৫৮
ফুসফুস প্রদাহ	৬৬২
ঘুংড়ী কাশি	৬৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
আক্ষেপযুক্ত কাশি	৬৭১
শিশুদিগের উদ্ভেদযুক্ত পীড়ানিচয়	৬৭৫
মস্তিষ্ক পীড়া নিচয়	৬৭৮
সাধারণ মস্তিষ্ক প্রদাহ	৬৮০
ত্রিদোষজ মস্তিষ্ক প্রদাহ	৬৮০
মেরুমজ্জা	৬৮২
পুরাতন মস্তিষ্ক পীড়া	৬৮৮
শৈশবে আক্ষেপ	৬৯৪
স্ক্রফিউলা বা সোরা দোষজ পীড়া	৬৯৮
অস্থিপীড়া	৭০১
শিশুদিগের ক্রিমিরোগ	৭০৮
শিশু যকৃত	৭১৩
আম বাত	৭২৩
শিরোক্ষত	৭২৫
চর্মক্ষত	৭২৮
আক্ষেপ বা খিচুনি	৭৩০
শিশুর শয্যামূত্র	৭৩৭
শিশুর ক্রন্দন পীড়া	৭৪০
সুনির্বাচিত ঔষধের ফল	৭৪২
ঔষধের পারম্পর্য্যাদি সম্বন্ধ নির্ণয়	৭৫১
পর পৃষ্ঠায় ঔষধাবলীর সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা	৭৫৩
শিশুর অকাল মৃত্যু	৭৮৭
উপসংহার অবধান বাক্য	৭৯৪

১ম ভাগ

১ম অধ্যায়

জ্বর (Fever)

রোগের মধ্যে জ্বরই সর্বপ্রধান, এজন্য জ্বর চিকিৎসাই সর্বপ্রথম লিখিত হইল। আমাদের দেশে নানা জাতির জ্বর হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিতে জ্বর চিকিৎসা অতি আনন্দজনক।

জ্বরের নাম লইয়া যদিও চিকিৎসার কোনও তারতম্য হয় না, তবুও উহার নানা জাতির কি কি নাম, কি কি সাধারণ লক্ষণ, তাহা জানা প্রয়োজন, এজন্য জ্বরের একটি শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। মোটামুটি এই শ্রেণী বিভাগের দ্বারা কোন্‌টি কোন্ জাতির জ্বর তাহা জানিবার সুবিধা হইতে। ফলতঃ শ্রেণী বিভাগ কেবল চিকিৎসাদির বর্ণনার পক্ষে সুবিধার জন্য, ইহার অন্য মূল্য কিছু নাই।

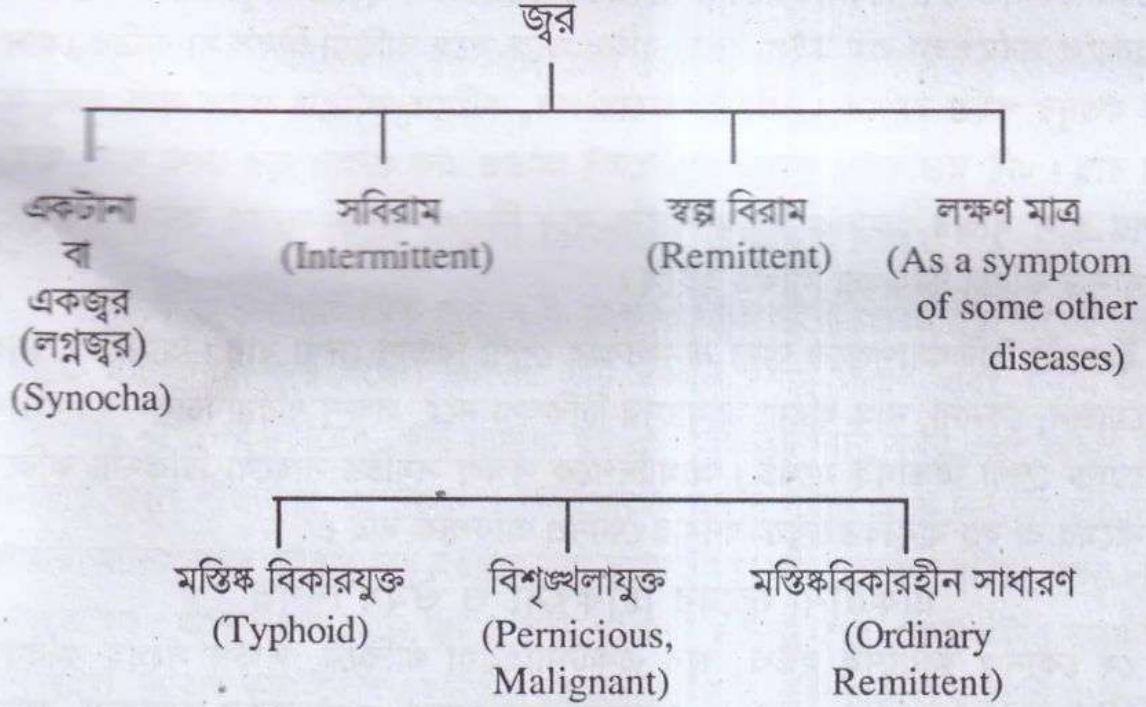

সর্বাগ্রে উপরোক্ত এক একটি শ্রেণীতে কোন্ কোন্ নামের জ্বরগুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহা জানা কর্তব্য। সেগুলি এই ঃ—

একটানা জ্বর বা একজ্বর—অর্থাৎ যে জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি বড় একটা থাকে না—ইংরাজীতে ইহাকে Synocha বলে। প্রাতঃকালে সকল প্রকার জরেরই তাপ সামান্য কম থাকে, এ জ্বরে প্রায় তাহাও থাকে না। কোনও কারণে, যথা সর্দ্দি, কিংবা যদি আহারের দোষে অজীর্ণাদি হয়, তবে প্রায়ই এই জ্বর হইয়া থাকে। প্রায়ই উপবাস, অস্নান ইত্যাদির দ্বারাই এই জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে এবং ইহার জন্য কোনও ঔষধ দিবার

প্রয়োজন হয় না। যদি ৩ দিনের অধিক স্থায়ী হয়, তবে লক্ষণানুসারে প্রাতঃকালে ২/১ মাত্রা করিয়া ঔষধ দিলেই আরোগ্য হইয়া যায়।

সবিরাম জ্বর (Intermittent)—অর্থাৎ যে জ্বর নিত্য আসে ও কিছু সময়–৩/৪ ঘন্টা হইতে ১০/১২ ঘন্টা ভোগের পর মগ্ন হইয়া যায়, আবার ঐ প্রকার উদয় হয় ও ত্যাগ হয়,—এই প্রকার চলিতে থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বর প্রায়ই এই জাতির হইয়া থাকে। দিবসের মধ্যে, ক্বচিৎ বা রাত্রিকালে, কোনও সময় শীত বা কম্প হইয়া জ্বর আরম্ভ হয় এবং কাহারও বা ঘর্ম হইয়া, কাহারও বা ঘর্ম না হইয়া জ্বর ত্যাগ হইয়া যায়।

লক্ষণমাত্র জ্বর (as a symptom, symptomatic fever)—যেখানে জ্বরটি স্বাধীন পীড়া, বা মূলপীড়া নয় ; অন্য পীড়ার আনুষঙ্গিক হিসাবে বর্তমান থাকে, যথা বাতজ্বর, হামজ্বর, বসন্তজ্বর, যক্ষ্মাজ্বর ইত্যাদি।

স্বল্পবিরামের মধ্যে (Remittent fever) দুই শ্রেণীর জ্বর দেখা যায়। স্বল্প বিরামের মধ্যে কোনও কোনও জ্বর মস্তিষ্কবিকারসহ হইয়া থাকে ; অন্যগুলি কেবল জ্বর, ইহাতে মস্তিষ্কের কোনও গোলযোগ থাকে না। তবে স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রকৃতিই এই যে উহা প্রাতঃকালে সর্বাপেক্ষা কম হইয়া বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া দিবস বা রাত্রির কোনও সময় যতদূর পর্যন্ত বাড়িবার বাড়িয়া তাহার পর, কমিতে কমিতে প্রাতে সর্বাপেক্ষা কম দেখা যায়। এই স্বল্পবিরাম জ্বরের শ্রেণীতেই আরও এক প্রকার জ্বর দেখা যায়, যাহার তাপের হ্রাস বৃদ্ধির কোনও নিয়ম থাকে না। বিশৃঙ্খলাযুক্ত জ্বরের বর্ণনা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া চিকিৎসা লিখিত হইবে।

ইংরাজী চিকিৎসাপুস্তকে অন্য নানাপ্রকার শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। আমাদের তাহা নিষ্প্রয়োজন, কেননা, নাম ধরিয়া আমাদের চিকিৎসা নহে, লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসা। এজন্য উপেরোক্ত শ্রেণী বিভাগই যথেষ্ট। আমাদিগকে লক্ষণ সমষ্টির সাহয্যে চিকিৎসা করিতে হয়, নামের বা বহু বাক্‌বিতণ্ডাযুক্ত বর্ণনার কোনও আবশ্যক নাই।

একটানা জ্বরের চিকিৎসা ও ঔষধ নির্ণয়

যে কোনও কারণেই হউক, জ্বর একটানাহইয়া থাকিরে, লক্ষণ সংগ্রহ করিয়অ নিম্নলিখিত মত ঔষধ দিতে হইবে। **অত্যন্ত অস্থিরতা**, বলে–**আর বাঁচবনা, মরে যাব, পিপাসা** ঘন ঘন ও **অনেকখানি করিয়া জল পান করে**, পূর্ব দিকের বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়াছে বলিয়া জ্বর, রোগীর গাত্র শুষ্ক অর্থাৎ ঘাম নাই–**একোনাইট** ৩০ বা ২০০।

যদি কেবল ঢাকা দেওয়া জায়গায় **ঘাম হয়**, মুখ ও চক্ষু যেন লাল, থমথমে ; **নাড়ী দপদপ করিতেছে**, ঘুম ঘুম ভাব, কিন্তু একটু **ঘুম আসিলেই চমকিয়া উঠে**, গাত্র তাপ খুব বেশী ; বাড়ীর লোক বলে–'গায়ে ধান দিলে খই হয়,' **বেলেডনা**–৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া আছে ; মুখখানি থমথমে, সর্বাঙ্গ বড় ভার ভার বোধ, পিপাসা আদৌ নাই, কিন্তু ২/১ দিনের জ্বরেই রোগী বড় দুর্বল বোধ করে ; এমন কি জিহ্বা বাহির করিলে **জিহ্বাটি কাঁপে, হাত কাঁপে–জেলসেমিয়াম্–৩০, ২০০।**

রোগী নড়িলেই বেশী কষ্ট বোধ করে, উঠিয়া **বসিতে গেলে গাটি বমি বমি করে,** কোষ্ঠবদ্ধ, শক্ত ও যেন পোড়াপোড়া শক্ত মল বাহ্যে, পিপাসা–**অনেকক্ষণ পরে পরে অনেকখানি করিয়া জল পান করে,** অত্যন্ত মাথা ব্যথা ও সর্বাঙ্গে ব্যথা, কেহ টিপিয়া দিলে আরাম বোধ করে,–**জিহ্বাটি সাদা মোটা লেপযুক্ত–ব্রাইওনিয়া** ৩০, ২০০।

হাড়ের ভিতরে ভিতরে বেদনা, মাথা অত্যন্ত ভার, অতিশয় পিপাসা, কিন্তু জলপান ২/৪ বার করিবার পর বমি হইয়া যায়। প্রায়ই বেলা ৯/১০ টার সময় জ্বরের বৃদ্ধি হয়,–**ইউপেটোরিয়াম পার্কোলিয়েটাম**–৩০, ২০০ শক্তি।

জিহ্বাতে ময়লা লেপ, জিহ্বা মোটা, **অতিরিক্ত ঘর্ম–কিন্তু তাহাতে উপশম হয় না,**–রাত্রে ও শয্যাতাপে বৃদ্ধি,–**মার্কুরিয়াস্ সল**–৩০, ২০০।

মন্তব্য–যদি একটানা জ্বরের সঙ্গে অন্য কোনও নূতন ব্যাধি লক্ষণ দেখা যায়, যথা হাম, বসন্ত ইত্যাদি, তবে সেই অধ্যায়ে লিখিত চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

সবিরাম জ্বরের চিকিৎসা ও ঔষধ নির্ণয়

সবিরাম বা ইনটারমিটেন্ট জ্বর, যদি কম্প ও শীত হইয়া আরম্ভ হয়, তবেই তাহাকে লোকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলে। ফলতঃ এটি একটি *নাম মাত্র* এবং *নাম লইয়া* চিকিৎসার বা ঔষধ নির্ণয়ের কোন সাহায্য হয় না। জ্বর আসিবার সময় এবং তাহার তিনটি অবস্থায় অর্থাৎ শীতাবস্থা, তাপাবস্থা ও ঘর্মাবস্থার লক্ষণাদি লইয়া ঔষধ নির্বাচন করিতে হয়, আবার অনেক সময় দুইবার জ্বর হওয়ায় মধ্য সময়টির অবস্থা ও লক্ষণ ধরিয়া ঔষধ নির্বাচন করিতে হয়। মনে করুন, আজ জ্বর ৪ ঘন্টা থাকিয়া ছাড়িয়া গেল, বেলা ৪টার সময় নির্মল মগ্ন হইল, আবার কাল বেলা ১২টার সময় জ্বর আসিবে, এই যে মধ্য সময়টি যখন রোগী জ্বরহীন অবস্থায় থাকে, সেই সময়টির মধ্যে হয়ত কখনও কখনও ঔষধ নির্বাচনের উপযুক্ত লক্ষণ পাওয়া যায়। আসল কথা কখনও বা জ্বরের ভোগকালের ভিতর কখনও বা বিজ্বরাবস্থায় লক্ষণ দেখিয়া ঔষধ নির্বাচন করিতে হয়।

এক্ষণে যদি দেখা যায় যে, নির্বাচিত ঔষধের একটি কি দুইটি অথবা তিনটি শক্তির ঔষধ দিবার পরেও জ্বরের পুনরাক্রমণ হইতে থাকিল, তখন, রোগীর *ধাতুগত লক্ষণের উপর ঔষধ নির্বাচন* করিতে হইবে এবং তাহার ফলে রোগী পুনরাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

সবিরাম জ্বরের *নিদান সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলা আবশ্যক। আজ কাল এলোপ্যাথিক সমাজে এই জ্বরের নিদান বা কারণ হিসাবে বাহিরের জিনিস, যথা একজাতি মশক, পচা জল, বনজঙ্গল ইত্যাদির উপরেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করিতে সকলেই ব্যস্ত, অর্থাৎ এই সকল বাহিরের জিনিসকেই সবিরাম বা ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে তাহা কখনই নয়—উহারা *উত্তেজক বা উপস্থিত কারণ হইতে পারে, *কিন্তু প্রকৃত কারণ মানব শরীরের অবস্থা*। যে ব্যক্তির শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ তাহার উপর বড় দেখা যায় না। যাহার শরীর সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস দোষে দুষ্ট, তাহার শরীরেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক দেখা যায়। কাজেই শরীর বা দেহের অভ্যন্তরেই ম্যালেরিয়ার কারণ থাকে, বাহিরের জিনিস সেই কারণকে মাত্র উত্তেজনা দিতে পারে ও দিয়া থাকে। দেখা যায, যে স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিশেষ প্রকোপ সে স্থানেও এমন ব্যক্তি ২/৪টি থাকেন, যাহাদের কখনও ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবেরও কখনও ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে দেখি নাই, অথচ আমাদের দেশ ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি। ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ—দেহের অভ্যন্তরে, বাহিরে নয়। এখানে এ বিষয়ের কেবলমাত্র আভাস দেওয়া হইল।

যেখানেই দেখা যায় যে, রোগীর জ্বর অতিশয় দুরারোগ্য, অথবা নানা প্রকার দুষ্টলক্ষণযুক্ত, সেখানেই জানিতে হইবে যে, রোগীর শরীরে সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস দোষের একটি বা দুইটি অথবা তিনটিই বর্তমান। শরীরের অবস্থার দোষেই উহা হইয়া থাকে, বাহিরের কোনও জিনিস এজন্য ততটা দায়ী নয়।

সবিরাম জ্বরের চিকিৎসার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত ঔষধগুলির লক্ষণ লিখিত হইতেছে। *চিহ্নিতগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

*এন্টিম ক্রূড,–৩০, ২০০,—জিহ্বাতে *সাদা পুরু লেপ, পিপাসাহীনতা, বিমর্ষভাব*, কোষ্টবদ্ধ, গা বমি বমি ; এই ঔষধটির যেরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত তাহা প্রায়ই হয় না, ইহার ফলে অনেক সময় ইপিকাক এবং পালসেটিলা দেওয়া হয়, তবে যদি জিহ্বাতে সাদা মোটা লেপ থাকে ও পিপাসা না থাকে, তবে এই ঔষধই দেওয়া কর্তব্য। রোগী ঠাণ্ডা বাতাস, খোলা বাতাস ভালবাসে, কিন্তু স্নানে* বৃদ্ধি হয়, *রৌদ্রে ও অগ্নিতাপে বৃদ্ধি*।

*এপিস–৬, ৩০, ২০০—বৈকালে জ্বর আসে, বেলা ৩টার সময়টি নির্দিষ্ট, জ্বর আসিবার সময় অর্থাৎ *শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে, আর অন্য কোনও সময় থাকে না, অতিশয় গাত্র দাহ* এজন্য ঠাণ্ডাই চাই, পাখার বাতাস চায়, তাপের সময় রোগীর *ঘুম ঘুম* ভাব থাকে। দাহ লক্ষণ ইহার বিশেষ নির্দিষ্ট, এজন্য খোলা বাতাস ও পাখার বাতাস ভাল লাগে এবং গরম ঘরে ও আবদ্ধ বায়ুতে সকল কষ্টের বৃদ্ধি। ইহার পরিপূরক নেট্রাম মিউর। এপিস প্রায়ই পুরাতন সবিরাম-জ্বরেই প্রয়োজন হয়। ইহার কার্য্য বেশ গভীর।

আর্নিকা–৬, ৩০, ২০০—*সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমত, ছেঁচা মত ব্যথা ইহার সর্বপ্রধান লক্ষণ, রোগীর কেবল বিছানা শক্ত বলিয়া মনে হয়, যে পার্শ্বেই শোয়, সেই পার্শ্বেই বিছানা শক্ত বলিয়া মনে হয়, শীতের সময় পিপাসা, তাপের সময় কম পিপাসা, জিহ্বা অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠে। নূতন ও পুরাতন সবিরাম জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

আর্সেনিক এলবাম–৩০, ২০০–বৈকালের দিকে, অর্থাৎ বেলা ১টার পর*, ইহার জ্বর আসিবার সময়। সবিরাম জ্বরে আর্সেনিকের শীতাবস্থা প্রায়ই থাকে না, সামান্য শীত থাকিলেও সে অবস্থায় পিপাসা থাকে না, তাপাবস্থায় ঘন ঘন জল খায় ও *২/৩ বার জল খাওয়ার পর বমি হইয়া সমস্ত জল উঠিয়া যায়* ; ঘর্মাবস্থায় আর্সেনিকের *অতিশয় প্রচুর জলপান* করাটি বিশেষ নির্দিষ্ট, অতিশয় *অস্থিরতা, মৃত্যুভয় এবং অত্যন্ত দুর্বলতা*। প্রায়ই কুইনাইন দ্বারা আটকান জ্বর ও পুরাতন সবিরাম জ্বরেই ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিকের জ্বালার বিশেষত্ব এই যে, রোগী তাহার জ্বালা সত্ত্বেও আবৃত থাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সবিরাম জ্বরের তাপাবস্থায় ইহার–*ব্যতিক্রম দেখা যায়, কেন না রোগী ঐ সময় গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয়,* যেন মনে থাকে। আর্সেনিকের সকলই 'এলোমেলো' ভাব, ইহার জ্বর যখন তখন আসিতে পারে, শীত-তাপ, ঘর্মেরও কোনও কোনওটি,—প্রায়ই শীত অথবা ঘর্ম থাকে না। ফলতঃ ইহার মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগই, বিশেষ নির্দিষ্ট। আর্সেনিকের দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা জগতে অনিষ্টই অধিক হইয়াছে ও হইয়া থাকে, অতএব ইহার প্রকৃষ্ট লক্ষণ না পাইলে ব্যবহার করিতে নাই এবং প্রয়োজন অপেক্ষা-অধিকমাত্রা কখনই দিতে নাই। তবে লক্ষণ মত দিতে পারিলে ইহার ফল বড় সুন্দর ও স্থায়ী।

বেলেডনা–৬, ৩০, ২০০–মুখখানি* গরম ও থমথমে লালচে, শুইলে পিংসে হয়, উঠিয়া বসিলে ঐ প্রকার লালাভ হয়, চক্ষু বিস্ফারিত, *নাড়ী দপ দপ করে*, অতিশয় গাত্রতাপ, লোকে লে যে রোগীর গায়ে 'ধান দিলে খই হয়', আবৃত স্থানে ঘাম দেখা যায়, অনবাতৃ স্থান শুষ্ক ; রোগীর মুখ ভার, কিন্তু *সামান্য নিদ্রা আসিলেই চমকিয়া উঠে*। রোগীর রোগ লক্ষণ সকল এবং জ্বরটি *হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ যায়*। ইহার পরিপূরক, সালফার ও ক্যালকেরিয়া-কার্ব।

ব্রাইওনিয়া—৬, ১২, ৩০, ২০০—*রোগীর নড়াচড়াতে বড় কষ্ট হয়* বলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, অঙ্গবেদনা–টিপিলে উপশম বোধ হয়, *কোষ্ঠবদ্ধ–খুব শক্ত, শুষ্ক ও মোটা মল কখনও বা বাহির হয়*, জিহ্বা' সাদা লেপযুক্ত*, খুব পিপাসা–*অনেক দেরীতে অনেকখানি করিয়া জল খায়*, শিরঃপীড়া রোগী উঠিয়া বসিলে মাথা ঘোরে ও গা বমি করে, শীত-তাপ ও ঘর্ম প্রত্যেক অবস্থাতেই খুব পিপাসা থাকে এবং প্রচুর ঘর্ম হইয়া জ্বরটি ত্যাগ হয়। ব্রাইওনিয়ার জ্বরের তাপাবস্থায় সর্বাপেক্ষা কষ্ট বেশী। ইহার পরিপূরক,–রাসটক্স।

***ক্যালকেরিয়া কার্ব**–৩০, ২০০—এটি একটি এন্টিসোরিক ঔষধ, ইহার

প্রকৃতিগত লক্ষণ সকল বিশেষ প্রয়োজনীয়। এন্টিসোরিক ঔষধ মাত্রই পুরাতন অবস্থায় ব্যবহার্য্য। *গৌরবর্ণ, মোটা, শীতকাতর রোগী, মাথা সর্বদাই অধিক ঘামে*, বিশেষতঃ নিদ্রার সময়, *অম্লগন্ধ মলত্যাগ করে*। যাহারা জলে দাঁড়াইয়া কাজ করে, তাহাদের বিশেষ উপযোগী। ঠাণ্ডায় কষ্ট হয়, গরমে থাকিতেই ভালবাসে। জ্বরটি প্রায়ই বৈকাল ২টার সময় আসে, অথবা একদিন ১১টায় ও তাহার পরদিন ৪টার সময় আসে। *জ্বরের মধ্যে সকল সময় মাথায় ও কপালে ঘাম হয়*।

কাম্ফার–৩, ৬, ৩০, ২০০–সবিরাম জ্বরের *অতিশয় দুষ্ট জাতির জ্বরে* কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। ইহার রোগী হঠাৎ দেখিলে, কলেরা রোগী কি জ্বরের রোগী, ঠিক করা যায় না। এই ঔষধের *শীতটিই জ্বরের সর্বপ্রধান লক্ষণ। ইহার বিশেষত্ব এই যে রোগী যত শীতবোধ করে ততই ঠাণ্ডা চায় এবং যখন তাপ আসে, তখন তাপই চায়*। ইহা ব্যতীত, এই ঔষধ অতিশয় অবসন্নতা দেখা যায়।

ক্যাপসিকাস–৩০, ২০০—সর্বদাই শীতভাবে, *মোটা থপথপে দেহ অতিশয় অলস* এবং কোনও ঔষধেই বেশ কাজ হয় না। *প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর পিপাসা এবং জলপান করিবামাত্রই অতিশয় কম্পনযুক্ত শীত*। শীতের সময় অতিশয় পিপাসা এবং জল পানে শীতের বৃদ্ধি, তাপাবস্থায় পিপাসা থাকে না, কিন্তু নড়াচড়ায় বৃদ্ধি* এবং ঘামের সময় ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। ইহার তত ব্যবহার নাই।

কার্বো ভেজিটেবিলিস—৩০, ২০০–এটি একটি অতি গভীর কার্য্যকারী এন্টিসোরিক ঔষধ। পুরাতন জ্বরেই ইহার ব্যবহার অধিক দেখা যায়। পেটটি সর্বদাই *ফাঁপে ও দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়। ভিতরে দাহ, বাহিরে শীত, অথচ সকল অবস্থায় পাখার বাতাস চায়,* ইহাই এই ঔষধের বিশেষত্ব। পূর্বের কোন কঠিন পীড়ার পর, শরীরে *তাহার কোনও জের, বা অবশিষ্ট চিহ্ন বর্তমান থাকিলে*, ইহার দ্বারা বেশ ফল পাওয়া যায়। যেমন, বহুপূর্বে রোগীর নিউমোনিয়া হইয়াছিল, অন্যান্য সকল দিকেই রোগী সারিয়াছে, কিন্তু সেই অবধি মধ্যে মধ্যে জ্বর হইতেছে, এস্থলে কার্বোভেজ বেশ ফল দেয় ও অবশিষ্ট যে জ্বরটি আজিও হইতেছে, সেটিকে আরোগ্য করিয়া দেয়। এমন কি আমি দেখিয়াছি, নিউমোনিয়াতে এলোপ্যাথি চিকিৎসা হইয়াছিল, তাহার ফলে নিউমোনিয়া নির্মল আরোগ্য হইতে পায় নাই এবং তখন হইতে বক্ষঃস্থলের কোনও স্থানে সামান্য বেদনা থাকিয়াই গিয়াছে ; এ অবস্থায়, যদি সেটি আরোগ্য না হয়, তবে ক্রমে দারুণ যক্ষ্মারোগ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে। এস্থলে কার্বোভেজের কার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

সিড্রণ–৬–*জ্বরটি যেন ঘড়ি ধরিয়া ঠিক একই সময়ে আসাই*– ইহার প্রধান লক্ষণ। অতিশয় শীত, ঈষদুষ্ণ পানীয় ভালবাসে। জ্বরের শেষ *অতিশয় ঘর্ম*।

***ক্যামোমিলা**–৬, ১২, ৩০, ২০০–*ইহার মেজাজই নির্দিষ্ট জ্ঞাপক লক্ষণ* ; মেজাজ অতিশয় খিটখিটে, ক্রোধী, ছেলে যে জিনিষটি চায়, সেটি দিলেও ছুড়িয়া ফেলিয়া

দেয় ও কান্দে ; কোলে করিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ করে*। যে কোনও পীড়াতে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাব, অর্থাৎ সামান্য কষ্টকে অতিশয় অধিক মনে করে ও অস্থির হইয়া উঠে। বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ১১টায় বৃদ্ধি। *বালকের ও শিশুদিগের পীড়াতেই বেশী ব্যবহার হয়*,—বিশেষতঃ দন্তোদগম কালে।

চেলিডোনিয়াম–৩০, ২০০—জিহ্বাতে *সাদা বা হরিদ্রাভ লেপ* (প্রায় মার্কুরিয়াসের মত), দুগ্ধ পান করিতে অধিক ইচ্ছুক, যকৃতের দোষ ও বিবৃদ্ধি থাকে, যকৃৎ ও প্লীহার স্থানে টিপিলে ব্যথা বোধ করে, দক্ষিণদিকের পীড়ার অধিক সময় সূচিত হয়। ইহার—প্রধান লক্ষণ—*ডানদিকের স্কন্ধদেশের নীচে, ভিতর দিকে, সর্বদাই একটি যাতনা*। অনেক সময় রোগীর 'কামলা' রোগ হয় ও সর্বাঙ্গ বিশেষতঃ চক্ষু হরিদ্রাভ হইয়া যায়।

সাইমেক্স–৩০, ২০০–পিপাসা থাকে না, থাকিলেও জল পান করিতে চায় না,—কেননা রোগীর জল গিলিতেই কষ্ট হয়, মনে হয় যেন গলার ভিতরটি *সঙ্কুচিত* হইয়া গিয়াছে। *নানাস্থানে সঙ্কুচিত হইয়া* যাইবার মত অনুভব হওয়াই ইহার প্রধান লক্ষণ। বিবমিষা ও জলপানে বিবমিষা এবং শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি।

***চায়না**–৩০, ২০০–পেটফাঁপে, সামান্য ঠাণ্ডা বাতাসও সহ্য করিতে পারে না। ইহার বিশেষত্ব এই যে, শীতাবস্থার *পুর্বেই পিপাসা ; শীত আসিলে আর পিপাসা থাকে না, আবার ঠিক যখন শীতভাব যাইয়া তাপ আসে, সেই সন্ধিস্থলেই পিপাসা, তাপ আসিলে আর পিপাসা থাকে না* এবং তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিপাসাও কমিতে থাকে, কিন্তু *ঘর্মাবস্থায় অতিশয় পিপাসা*। শীত ও তাপে *পিপাসা থাকিলে ও অতিশয় ঘর্ম না থাকিলে* দেওয়া চলে না।

চিনিনাম সালফ বা কুইনাইন–৩০, ২০০–মাথা ঘোরা ও কর্ণে বিশেষতঃ বামকর্ণে শব্দ হয়। ইহার বিশেষত্ব–*শীত, তাপ ও ঘর্ম* এই ৩টি অবস্থার* প্রত্যেকটি বেশ পরিস্ফুট, সকল অবস্থায় পিপাসা থাকে*, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডে বেদনা, টিপিলেও ব্যাথা লাগে। *শীত ও তাপে পিপাসা না থাকিলে এবং তাপের পরেই ঘর্ম না থাকিলে এই ঔষধ দেওয়া চলে না*।

সিনা–৩০, ২০০—মেজাজ* বড় খারাপ*, এমনকি শিশু স্পর্শ করিতে দেয় না, হাত দেখিতে দেয় না, কোলে করিয়া বেড়াইলেও রাগিয়া যায়, প্রায়ই *নাক খোঁটে, অত্যন্ত ক্ষুধা, সর্বদাই খাইতে চায়, বিশেষতঃ মিষ্টি জিনিস ; জিহ্বা পরিষ্কার ; জরটি আসিবার পূর্বে বমি, জ্বরের সময়ও বমি, পিপাসার অভাব ও জিহ্বা পরিষ্কার ইহাই ইহার জ্বরে জ্ঞাপক লক্ষণ।

***ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম**–৩০, ২০০—এটি সবিরাম জ্বরে প্রায়ই সূচিত হয। *হাড়ে হাড়ে বেদনাই* ইহার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। জ্বর আসিবার সময় *৭টা হইতে

বেলা ৯টা পর্যন্ত ; শীতাবস্থার বহু পূর্ব হইতে অতিশয় পিপাসা*, জলপানের পর গা বমি বমি করে এবং শীতটিকে যেন ডাকিয়া আনে ; শীতাবস্থায় খুব পিপাসা*, তবে পূর্বাপেক্ষা কম, *অঙ্গে বেদনা, হাই উঠে, কোমর ব্যথা করে ও গা ভাঙ্গে ; শীতের শেষে ও তাপের আগমনে ভয়নাক বমি করে* ; তাপাবস্থায় প্রায়ই পিপাসা থাকে না, শিরঃপীড়া আরম্ভ হয় এবং ক্রমেই শিরঃপীড়া বাড়িতে থাকে, ঘর্মাবস্থায় শিরঃপীড়া অতিশয় বাড়ে ; আবার, *জ্বর যত কমিতে থাকে, শিরঃপীড়া ততই বাড়িতে থাকে* এবং জরটি ত্যাগ হইয়া যাইবার অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শিরঃপীড়া চলিয়া যায়। নেট্রাম মিউর–ইহার পরে বা পূর্বে প্রায়ই ব্যবহার হয় ও পরিপূরকের কার্য্য করে।

ইউপেটোরিয়াম পারপিউরাম–৩০, ২০০–*শীতটি কোমরে আরম্ভ হয়, অঙ্গ ব্যথা*, শীতাবস্থায় গা বমি বমি করে কিন্তু বমি হয় না, তাপাবস্থায় পিপাসা এবং সামান্য নড়িলে চড়িলে শীত করে*, ঈষদুষ্ণ পানীয় চায়। ইহার *মাথাঘোরা* ও প্রায়ই *বামদিকে পড়িয়া যাইবার ভয় বিশেষ নির্দিষ্ট।

জেলসেমিয়াম–৬, ৩০, ২০০—সবিরাম জ্বরে প্রায় লাগে না, তবে ছোট ছোট ছেলেদের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে। *শিশু চুপ করিয়া শুইয়া থাকে ও অতিশয় দুর্বল বোধ করে, পিপাসা কোনও অবস্থায় থাকে না, চক্ষু বুঝিয়া অতিশয় অলসভাবে চুপ করিয়া থাকাই ইহার প্রধান লক্ষণ* ; মুখখানি *লালাভ, প্রতি সন্ধ্যায় জ্বর বৃদ্ধি* হইয়া থাকে। শিশুদিগের একটি লক্ষণ বিশেষ নির্দেশক,—*ছোট শিশুদিগকে কোলে* করিয়া থাকার পর বিছানায় শোয়াইতে গেলে *পড়িয়া যাইবার ভয়*,—বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং কেবল এই লক্ষণে সকল প্রকার জ্বরেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

***ইগ্নেসিয়া**–৩০, ২০০–ইহার প্রকৃতি নানাপ্রকার *বিরোধ ভাবাপন্ন লক্ষণের সমষ্টি, যেমন, দুঃখের সময় হাসিয়া ফেলে, আবার আনন্দের সময় কাঁদিয়া ফেলে ; গলাবেদনা,—গিলিলে উপশম, অন্য সময় বৃদ্ধি ; অর্শের বেদনা,—চলিলে উপশম রাখে, আবার স্থির হইয়া বসিলে কষ্ট বাড়ে ইত্যাদি। জ্বরের, *কেবলমাত্র শীতের* সময়েই পিপাসা, অন্য সময় পিপাসার অভাব*, শীতের সময় *মুখখানি লালবণ হয়* এবং *রৌদ্রে বসিবার একান্ত অভিলাষ, তাপাবস্থা আসিবামাত্রই গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়।

ইপিকাক–৩, ৬, ৩০, ২০০—সর্বদা ও সকল অবস্থায় *বমন করিবার ইচ্ছা ও পিপাসার অভাব, জিহ্বা পরিষ্কার*, শীতের সময়ও গায়ে কাপড় দেওয়া বা তাপে বসা ইচ্ছা করে না, কুইনাইনের অপব্যবহারের পর ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়, কেননা ইহার লক্ষণ প্রায়ই আসে। *যদি ২/১ দিনের সবিরাম জ্বরের পর*, লক্ষণ থাকুক আর নাই থাকুক, ইপিকাক ব্যবহার করা হয়, তবে অনেক সময় উহাতেই আরোগ্য হয়। যদিও এরূপ ব্যবহার সমর্থন করা কর্তব্য নয়,—তাহা হইলেও কুইনাইন দিয়া চাপা দেওয়ার অপেক্ষা ইপিকাকের এ প্রকার ব্যবহার নিশ্চয়ই ভাল। যেখানে লক্ষণের অভাব থাকে, সেখানে